বিমানবন্দরের গুদাম থেকে ৫৫ কেজি স্বর্ণ গায়েব

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাস্টমসের গুদাম থেকে ৫৫ কেজি স্বর্ণ চুরির ঘটনায় চার সিপাহিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। তবে তাঁদের কাছ থেকে এখনো কিছু জানা যায়নি বলে জানানো হয়েছে।

সোমবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের উত্তরা বিভাগের ডিসি মোর্শেদ আলম।

বিমানবন্দরের কাস্টমস হাউসের গুদাম থেকে সোনা চুরির ঘটনায় মামলাবিমানবন্দরের কাস্টমস হাউসের মামলা করেছে।

ডিসি বলেন, আমরা মামলা হওয়ার পর চারজনকে এনেছি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। কিন্তু এ ঘটনায় কাউকে আটক করিনি। এমনকি কাউকে আমরা গ্রেপ্তারও করিনি। তবে তদন্তের জন্য যাকে প্রয়োজন হবে, তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করব। এ ঘটনায় আমরা আলাদাভাবে তদন্ত করছি। কাস্টমস আলাদাভাবে তাদের তদন্ত করছে। যেহেতু তাদের তদন্ত কমিটিতে আমাদের কেউ নেই, তাই আলাদাভাবে তদন্ত হচ্ছে।

এদিকে এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন শুল্ক কর্মকর্তাও পুলিশের নজরদারিতে রয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁদের মধ্যে চার শুল্ক কর্মকর্তার নাম শোনা যাচ্ছে।

ঢাকা কাস্টমস হাউসের কমিশনার এ কে এম নুরুল হুদা আজাদ গণমাধ্যমকে বলেন, দায়ীদের চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত চারজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আমাদের আইনি পদক্ষেপ চলমান থাকবে।

শাহজালাল বিমানবন্দরের ভেতরে শুল্ক বিভাগে দুটি গুদাম বা লকার রয়েছে। এর মধ্যে নিচতলায় শুল্ক বিভাগের স্ক্যানার দিয়ে যাত্রীদের বের হওয়ার পথে তল্লাশি টেবিলের পাশে ছোট একটি লকার আছে। সেখানে মূলত তল্লাশির সময় তাৎক্ষণিকভাবে জব্দ করা পণ্য রাখা হয়। তবে সোনা বা বেশি মূল্যবান সামগ্রী হলে সেটা নিচতলায় ‘লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড’ শাখার পাশেই শুল্ক হাউসের গুদামে নিয়ে রাখা হয়। গুদামের ভেতর আলাদা লকার রয়েছে। সোনা রাখার একটি লকার থেকে ৫৫ কেজি

সোনা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুল্ক বিভাগের গুদামে থাকা লকার থেকে ৫৫ কেজির বেশি সোনা চুরি হয়ে গেছে। টার্মিনাল ভবনের ভেতরে সুরক্ষিত স্থান থেকে কীভাবে এমন চুরির ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সূত্র: ইত্তেফাক

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে স্বপ্নের যাত্রা শুরু

সব অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে গত শনিবার ২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে খুলে দিয়েছেন। কাওলা প্রান্তের টোল প্লাজায় গাড়ি প্রতি মাত্র ৮০ টাকা করে টোল দিয়ে নতুন এই পথের প্রথম যাত্রী হন সরকারপ্রধান। আর গতকাল রবিবার তা উন্মুক্ত হয়েছে সর্বসাধারণের জন্য। রাজধানীবাসীর জন্য উন্মুক্ত হয়েছে সেই নতুন এক পথ। দেশের প্রথম উড়াল সড়কপথ এটি। এই পথ ধরে নির্ঝঞ্ঝাটে, ভোগান্তিহীনভাবে, দ্রুততম সময়ে চলাচল করতে পারছেন নগরবাসী।

রবিবার সকাল ৬টা। বৃষ্টিস্নাত সেপ্টেম্বর। ব্যক্তিগত গাড়ি চালিয়ে বন্ধুদের নিয়ে কেবল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যাবেন বলে এসেছেন অনেকে। সবার আগে একটা সেলফি তারপরে স্বপ্নের যাত্রা। সরেজমিনে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাওলা প্রান্তে গিয়ে দেখা যায়, ব্যক্তিগত গাড়ি (প্রাইভেট কার) ও কয়েকটি ছোট পিকআপ ভ্যান এর ওপর দিয়ে চলাচল করছে। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ কোনও প্রকার বাস চলাচল করতে দেখা যায়নি। তবে কয়েকটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও কিছু মোটরসাইকেল সাইকেলচালক এক্সপ্রেসওয়ে উঠতে চাইলে পুলিশ তাদের নিচের পথ দিয়ে চলাচল করার কথা জানান।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে চলাচলের শুরুতে বেশিরভাগই ব্যক্তিগত যানবাহন উঠছে, কোনও বাস বা ভারী যান উঠতে দেখা যায়নি।

নিচে দিয়ে যাওয়া এক বাস চালককে উপর দিয়ে না যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখানে অনেকগুলো ব্যাপার আছে। আমরা পুরো রাস্তাতেই যাত্রী তুলে থাকি। আমাদের টোল এর টাকাটা কীভাবে উঠবে। এসব সমাধান হয়নি। ফলে এখনই সবাই উপর দিয়ে যাচ্ছে না।

তবে মোটরসাইকেলের আগ্রহ রয়েছে ষোলআনা। গত ১৪ আগস্ট রাজধানীর সেতু ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত এই উড়ালসড়ক পথে আসতে সময় লাগবে ১০ মিনিট। তবে পথচারী, বাইসাইকেল, মোটরসাইকেল আপাতত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ওপর চলবে না। রবিবার সকাল থেকেই মোটরবাইক নিয়ে একাধিক চালক উঠতে চেয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে অনুমতি না থাকায় পুলিশি বাধায় তিনি যেতে পারেননি।

বিশিষ্টজনের অনেকেই এই দিন এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে উঠেছেন। তারা শুরু থেকেই লাইভ করেছেন পুরোটা পথ। এবং বাংলাদেশের এই বদলে যাওয়া নিয়ে তাদের আবেগ জানিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও টুইটারে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যানবাহন ওঠানামার স্থান:
উত্তরা থেকে দক্ষিণ অভিমুখী যানবাহন ওঠার স্থান–
১. হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা,
২. প্রগতি সরণি এবং বিমানবন্দর সড়কের আর্মি গলফ ক্লাব।

কোথায় নামবেন?
১. বনানী কামাল আতার্তুক অ্যাভিনিউ;
২. মহাখালী বাস টার্মিনালের সামনে ও
৩. ফার্মগেট প্রান্তে ইন্দিরা রোডের পাশে

দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর অভিমুখী যানবাহন ওঠার স্থান
১. বিজয় সরণি ওভারপাসের উত্তর এবং দক্ষিণ লেন;
২. বনানী রেলস্টেশনের সামনে।

নামার স্থান–
১. মহাখালী বাস টার্মিনালের সামনে;
২. বনানী কামাল আতার্তুক অ্যাভিনিউ’র সামনে বিমানবন্দর সড়ক;
৩. কুড়িল বিশ্বরোড ও

৪. বিমানবন্দর তৃতীয় টার্মিনালের সামনে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি ৬৫ শতাংশ উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রকল্পটি ২০২৪ সালের জুনে শেষ হবে। ফলে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের পুরো সুফল পেতে আরও প্রায় একবছর অপেক্ষা করতে হচ্ছে নগরবাসীকে।

দেশের প্রথম পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে তৈরি হয়েছে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। মূল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য ১৯ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার। প্রকল্পে ওঠানামার জন্য মোট ৩১টি র্যাম্প রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ২৭ কিলোমিটার। র্যাম্পসহ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মোট দৈর্ঘ্য ৪৬ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে কুড়িল-বনানী-মহাখালী-তেজগাঁও-মগবাজার-কমলাপুর-সায়েদাবাদ-যাত্রাবাড়ী হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী এলাকা পর্যন্ত যাবে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা।

বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত অংশের দৈর্ঘ্য ১১ দশমিক ৫ কিলোমিটার। ১১ কিলোমিটার র্যাম্পসহ এই অংশটির মোট দৈর্ঘ্য ২২ দশমিক ৫ কিলোমিটার। প্রাথমিকভাবে এই অংশের ১৫টির মধ্যে ১৩টি র্যাম্প খুলে দেওয়া হয়েছে। বনানী ও মহাখালীর র্যাম্প নির্মাণ শেষ হলেই খুলে দেওয়া হবে।

বিডিনিউজ ওয়েবসাইট বন্ধ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে বিডিনিউজ২৪ এর নিউজ পোর্টাল লিংকে প্রবেশ করতে পারছেন না লাখো ব্যবহারকারী। বিডিনিউজ২৪ সাইটে প্রবেশ করতে গেলেই একটা বার্তা আসছে, যেখানে লেখা আছে “you are unable to access quintype.io”। এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

অনেকে বলতে চাইছেন, ভারত সফরে সালফান এফ রহমানকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছে না ভারত, এমন নিউজের কারণে বাংলাদেশের রেগুলেটরি কমিশন থেকে বিডিনিউজের ওয়েবসাইট ব্লক করে দেয়া হয়েছে। অথচ ভারতে হতে যাওয়া জি-২০ সম্মেলনে সালমান এফ রহমানকে অন্তর্ভুক্তি না করার বিষয়টি অনেক পত্রিকাই সংবাদ প্রকাশ করেছে। শুধুমাত্র বিডিনিউজ২৪ নিষেধাজ্ঞার কবলে পরবে এটা কোনো মতেই বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নয়। চন্দন নন্দীর যে প্রতিবেদনের কারণে এই গুজব ডালপালা মেলেছে, সেই রিপোর্ট হুবুহু প্রকাশিত হয়েছে নর্থ ইস্ট নিউজ পোর্টালে। সেই নিউজের কোথাও সালফান এফ রহমানকে ভারত সফরের অন্তর্ভুক্তির প্রসঙ্গে কিছুই উল্লেখ নেই। রিপোর্টটি পুরোপুরি বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্কের একটি বিশ্লেষণ।

এই গুজব ছড়ানোর মূল কারণ, বিডিনিউজের ইংরেজি পত্রিকায় চন্দন নন্দীর একটি লেখা খুঁজে না পাওয়া। বিডিনিউজের সাইটে “Caught in a cleft stick” নিবন্ধে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কের ফাটলের ব্যাপারে লেখাটি প্রকাশিত হয় ১ সেপ্টেম্বর রাত ১২ টার পর। আর বিডিনিউজ সাইট বন্ধ হয় একইদিন সকাল ১০টায়। সাংবাদিক চন্দন নন্দী তার বিশ্লেষণধর্মী লেখাটি বিডিনিউজে খুঁজে না পেয়ে “North east News” এর অনলাইন ভার্সনে আবার প্রকাশ করেন। সেখানে উনি উল্লেখ করেন বিডিনিউজে উনার লেখাটি প্রকাশিত হবার ২ ঘন্টার মধ্যে বিডিনিউজ২৪ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। চন্দন নন্দীর এই বক্তব্যের কারণেই গুজবটি ডালপালা ছড়ায়।

অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অন্য আরেকটি প্রতিবেদনের লিংক সামনে এনেছেন। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কারণে যানজট বাড়বে এমন একটি প্রতিবেদন ১ সেপ্টেম্বর রাতে বিডিনিউজ করাতে নাকি সরকার এই সাইট বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ এমন সংবাদ দৈনিক যুগান্তর, আজকের পত্রিকাসহ অনেক গণমাধ্যম করেছে। কিন্তু তাদের প্রকাশনায় কোনো সমস্যা হয়নি। তাছাড়া এ পর্যন্ত সরকারের ভুলভ্রান্তি আর সমালোচনা করে অনেক পত্রিকাই সংবাদ করেছে, সবাই মুক্ত ও স্বাধীনভাবেই কাজ করে যাচ্ছে।

বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশিদের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায়, আমেরিকা, কানাডা, যুক্তরাজ্যসহ দেশের বাইরে থেকে বিডিনিউজ২৪ সাইটে প্রবেশ করা যাচ্ছে না। তার অর্থ দাঁড়ায়, বিডিনিউজ২৪ ওয়েবসাইট বাংলাদেশের গেটওয়ে থেকে বন্ধ করা হয়নি।

এদিকে বিডিনিউজ২৪ এর কর্মকর্তা আর সাংবাদিকরা জানান, ওয়েবসাইট

ছাড়া তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম একইভাবে চলছে। কোথাও কোন বাধা বা নিষেধাজ্ঞা নেই। বিডিনিউজ২৪ এর ফেসবুক পেইজে একইভাবে প্রতিদিনেন মতো খবর আপটেড আসছে, নতুন খবর প্রকাশিত হচ্ছে। তারা আরো জানান, টেকনিক্যাল ত্রুটির কারণে বিডিনিউজ২৪ এর ওয়েবসাইট এ আপাতত প্রবেশ করা যাচ্ছে না। তাদের আইটি টিম এ নিয়ে কাজ করছেন। খুব শিগগিরই তারা তাদের ওয়েবসাইট সচল করতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য যে, বিডিনিউজ২৪ নিউজ পোর্টালের হোস্টিং করা হয়েছে ভারতীয় মাল্টিন্যাশনাল টেক জায়েন্ট কোম্পানি কুইনটাইপ থেকে। হোস্টিং কোম্পানির চার্জ অনিয়মিত হওয়ার কারণেও ব্যাঙালুরু ভিত্তিক এই টেকজায়ান্ট বিডিনিউজ২৪ এর ওয়েবসাইট সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে। অথবা হোস্টিং কোম্পানি কুইনটাইপ এর সার্ভারে টেঙ্কনিক্যাল কোন সমস্যার কারণে এই সংকট হয়ে থাকবে। পাঠকদের কুইনটাইপ এর সার্ভারে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরে হামলাকারী কে এই আলাউদ্দিন

প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরে হামলার মামলায় ১৬ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি আলাউদ্দিনকে চুয়াডাঙ্গা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৬। চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর এলাকার মোহাম্মদপুর থেকে শনিবার রাত ২টার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামি আলাউদ্দিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘদিন পালিয়ে ছিলেন। ৪৩ বছর বয়সী আলাউদ্দিন সাতক্ষীরা জেলার কিসমত ইলিশপুর গ্রামের বাসিন্দা।

ঘটনার শুরু থেকে মামলা

২০০২ সালের ৩০ আগস্ট সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ধর্ষণের শিকার মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে দেখতে যান তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা। সেখান থেকে যশোরে ফেরার পথে কলারোয়া উপজেলা বিএনপি অফিসের সামনে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা কর্মীরা একটি

যাত্রীবাহী বাস রাস্তার উপরে আড় করে দিয়ে তার গাড়ি বহরে হামলা চালায়। হামলায় তৎকালীন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রকৌশলী শেখ মুজিবুর রহমান ও সাংবাদিকসহ দলীয় অনেক নেতা-কর্মী আহত হন। তখনকার সাতক্ষীরা-১ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম ও তাঁর নেতা-কর্মীরা এ হামলার পেছনে ছিলেন বলে সেসময় অভিযোগ ওঠে।

এ ঘটনায় ওই বছরের ২ সেপ্টেম্বর কলারোয়া মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোসলেমউদ্দিন বাদী হয়ে যুবদল নেতা আশরাফ হোসেন, আব্দুল কাদের বাচ্চুসহ ২৭ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ৭০-৭৫ জনকে আসামি করে আদালতে মামলা করেন। মামলাটি বিভিন্ন আদালত ঘুরে হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১৪ সালের ১৫ অক্টোবর মামলাটি এজাহার হিসেবে গণ্য হয়। পরবর্তীতে মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক শফিকুর রহমান ৫০ জনের নাম উলেখ করে আদালতে অভিযোগপত্র দেন।

প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরে হামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

কে এই আলাউদ্দিন?

গ্রেপ্তারকৃত আসামি আলাউদ্দিন উক্ত হামলার পরিকল্পনাকারী এবং বিস্ফোরক বহনকারীদের মধ্যে অন্যতম। সাতক্ষীরা-১ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলামের লোক। সে তার সহযোগীদের নিয়ে শেখ হাসিনার গাড়ি লক্ষ্য করে হাতবোমা নিক্ষেপ করে। ফলে অনেক নেতা-কর্মী গুরুতর আহত হন এবং বেশ কয়েকটি সরকারি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আলাউদ্দিন যার নির্দেশে কাজটি করেছিলেন বলে তদন্তে বেরিয়ে এসেছে সেই হাবিব ২০০১ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রার্থী হয়ে সাতক্ষীরা-১ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৫ সালে তার বিরুদ্ধে ২০০২ সালে সাতক্ষীরায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আক্রমণ করার অভিযোগ ওঠে এবং মামলা হয়।

মামলাগুলোর বিচারকার্য শেষে ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় ২০২৩ সালের ১৮ এপ্রিল সাতক্ষীরার স্পেশাল ট্রাইবুনাল-৩ এর বিজ্ঞ আদালত হামলার সঙ্গে জড়িত আসামিদের দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করে।
ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর কোম্পানি কমান্ডার ইশতিয়াক হোসাইন গণমাধ্যমকে জানান, ২০০২ সালের ৩০ আগস্ট তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানা এলাকায় পৌঁছালে কতিপয় সন্ত্রাসী তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র, হাত বোমাসহ তার গাড়িবহরে হামলা চালায়।

ওই হামলার ঘটনায় সাতক্ষীরার কলারোয়া থানায় অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনসহ বিভিন্ন আইনে আলাদা তিনটি মামলা করা হয়।

কীভাবে অভিযানে ধরা পড়লো

ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর কোম্পানি কমান্ডার ইশতিয়াক হোসাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সাজাপ্রাপ্ত আসামি আলাউদ্দিন চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌর এলাকার মোহাম্মদপুর আত্মগোপনে রয়েছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার রাত ২টার দিকে সেখানে অভিযান চালিয়ে আলাউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়।

দেশের দুই স্মার্ট এক্সপ্রেসওয়েতে থাকছে আইটিএস প্রযুক্তি

দেশের প্রথম স্মার্ট হাইওয়ে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধন করা হবে আগামী ডিসেম্বরে। দ্বিতীয়টি এক্সপ্রেসওয়েটি জয়দেবপুরকে রংপুরের সাথে সংযুক্ত করবে। উভয় মহাসড়কই ‘ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম (আইটিএস) যুক্ত থাকবে। যাতে যানবাহন শনাক্তকরণ ব্যবস্থা, নজরদারি ক্যামেরা, স্বয়ংক্রিয় নম্বর প্লেট শনাক্তকরণ ক্যামেরা, গতি শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া এবং পরিবর্তনশীল মেসেজিং সাইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সওজ-এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এম তানভীর সিদ্দিক জানান, ৩৮ কিলোমিটার ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে হবে প্রথম স্মার্ট হাইওয়ে যেখানে পাইলট প্রকল্প হিসেবে চলতি বছরের ডিসেম্বরে আইটিএস সম্পূর্ণভাবে ইনস্টল করা হবে।

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের প্রকল্প পরিচালক সিদ্দিক বলেন, ১২৬ কোটি টাকার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার কোইকার (কেওআইসিএ) সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সহায়তায় ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ২৫০ কিলোমিটার জয়দেবপুর-রংপুর মহাসড়কে প্রযুক্তিটি চালু করার কাজ চলছে।

সরকার সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসাবে গতি এবং ওজন সীমা অতিক্রমকারী যানবাহন শনাক্ত করার প্রযুক্তি আনা হয়েছে। যা সীমা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য যথাযথ প্রমাণ হাজির করবে। উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহাসড়কের নজরদারি জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছেন সওজ-এর তত্ত্বাবধায়ক।

জয়দেবপুর-রংপুর স্মার্ট হাইওয়েটি দক্ষিণ এশিয়া উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার (এসএএসইসি) করিডোর হিসাবে বিবেচিত হবে। এসএএসইসি গ্রুপে রয়েছে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা।

বাংলাদেশি অবকাঠামো সংস্থা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স (এনডিই) এবং চাইনিজ ফার্ম ফাইবার হোম টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজিস কোম্পানি লিমিটেডকে জয়দেবপুর-রংপুর স্মার্ট হাইওয়ে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পেয়েছে। চুক্তির আওতায় বাংলাদেশি আইটি ফার্ম ন্যাশনাল টেককে যথাক্রমে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেওয়ের কাজ দেয়া হয়।

এনডিই ইনফ্রাটেক, এনডিই-এর একটি উদ্যোগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিয়াদ এস এ হুসেন বলেন, ‘আমরা আমদানি করা হার্ডওয়্যার এবং সরঞ্জামগুলো স্থাপনের জন্য অর্ডার দিয়েছি। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে (জয়দেবপুর-রংপুর মহাসড়কের) কাজটি শেষ করতে পারব।

তিনি বলেন, শহরের মিরপুর এলাকার পাইকপাড়ায় একটি কেন্দ্রীয় ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সেন্টার (টিএমসি) স্থাপন করা হবে। কেন্দ্রের তিনটি আঞ্চলিক টিএমসি থাকবে টাঙ্গাইলের পাকুল্লা, বগুড়ার মোকামতলা এবং রংপুরের ইসলামপুরে।

কেন্দ্রগুলো আইটিএস সিস্টেমের মাধ্যমে পুরো হাইওয়ে পর্যবেক্ষণ করবে। দুর্ঘটনা এবং অন্য বাধা শনাক্ত করার জন্য আইটিএসের একটি ‘ভেহিক্যাল ডিটেকটিভ সিস্টেম (ভিডিএস)’ থাকবে।

তিনি বলেন, হাইওয়ে বরাবর নজরদারি ক্যামেরাগুলোর মাধ্যমে টিএমসি কর্মীরা মহাসড়কে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি করার সুযোগ পাবে এবং স্বয়ংক্রিয় নম্বর প্লেট রিকগনিশন (এএনপিআর) ক্যামেরাগুলো তাদের

ট্র্যাফিক নিয়ম লঙ্ঘনকারী বা লোড এবং গতি সীমা অতিক্রমকারী যানবাহন শনাক্ত করতে সহায়তা করবে।

প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে গতি শনাক্তকরণ সিস্টেমের মাধ্যমে গতি শনাক্ত করতে সহায়তা করবে। এলইডি-সক্ষম ভেরিয়েবল মেসেজিং সাইন (ভিএমএস) হাইওয়ের ধারে গ্যান্ট্রিগুলোতে ইনস্টল করা হবে। যা যানবাহনগুলোকে রাস্তায় কোনো বিপদ বা অস্বাভাবিক জিনিস সম্পর্কে আগাম বার্তা দেবে।

কোনো ট্রাক নির্ধারিত সীমার বেশি পণ্য বহন করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য টাঙ্গাইলের পাকুল্লা, বগুড়ার মহাস্থানগড় এবং রংপুরের ইসলামপুরে তিনটি এক্সেল লোড কন্ট্রোল সেন্টার স্থাপন করা হবে।

২৪ লাখ টাকার বায়োমেট্রিক মেশিনের প্রায় সবই বিকল

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপন করা ডিজিটাল হাজিরা ডিভাইসগুলো বেশিরভাগই এখন বিকল হয়ে আছে। কিছু মেশিন সচল থাকলেও হচ্ছে না এর সঠিক ব্যবহার। প্রায় সাড়ে ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে কেনা ডিভাইসগুলো এখন পড়ে আছে অযত্ন আর অবহেলায়।

ডিজিটাল বায়োমেট্রিক শিক্ষক হাজিরা ডিভাইস ক্রয়ে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও মোটা অংকের অর্থ কেলেঙ্কারীর কারনে অল্পদিনেই এগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। এই অকেজো ডিভাইসগুলো এখন শিক্ষকদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বায়োমেট্রিক হাজিরার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের প্রথম পর্বে থাকছে গাংনী উপজেলা নিয়ে। পরবর্তিতে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার চিত্রও তুলে ধরা হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করতে ২০১৯ সালে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। ওই বছরই স্থাপন করা হয়

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একাংশের সভাপতি মহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক হাফিজুর রহমান বকুল বলেন, ‘শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের এটি একটি ভালো উদ্যোগ ছিল। এই উদ্যোগের ফলে সঠিক সময়ে শিক্ষকরা হাজির হবেন। এতে লেখা পড়ার মানোন্নয়নও হতো।

সাবেক শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এতে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে।’ এ শিক্ষকের মতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু করা হয়েছে এটি যেন লোকদেখানো না হয়ে বাস্তব্যে রূপ দেওয়া হয়। এতে শুধু শিক্ষক হাজিরা নয় বাড়বে শিক্ষার মান। একই সঙ্গে কমবে শিক্ষক অনুপস্থিতির মানসিকতা।’

গাংনী উপজেলা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাসির উদ্দীন বলেন, ডিজিটাল ডিভাইসগুলো অধিকাংশই বিকল হয়ে রয়েছে। আমি শিক্ষকদের ডেকে বলেছি তারা যাদের মাধ্যমে এগুলো লাগিয়েছে তাদের ডেকে ঠিক ঠাক করে দিতে। কিন্তু আজও সেটি হয়নি। তিনি আরও বলেন, আমি কোম্পানীর লোককেও ডেকেছিলাম। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ঠিক করে দেওয়ার কিন্তু ঠিক করে দেইনি।

ডিজিটাল এ যন্ত্রটির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন ও শিক্ষার মান উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্টজনরা। তবে নিম্নমানের যন্ত্র ও সঠিক তদারকির অভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাই মেশিনগুলো ঠিক করে পুনরায় চালুর দাবি তাদের।

ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৫০০ ছাড়াল

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৫০৬ জনে।

এই সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২

হাজার ৭০ জন। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন মোট ১ লাখ ৬ হাজার ৪২৯জন।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের ডেঙ্গুবিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ৭ হাজার ৮২৫ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন আছেন। ঢাকার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে ৩ হাজার ৫৮০ জন এবং অন্যান্য বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ৪ হাজার ২৪৫ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছেন।

চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৬ হাজার ৪২৯ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকায় ৫১ হাজার ২৭ জন এবং ঢাকার বাইরে চিকিৎসা নিয়েছেন ৫৫ হাজার ৪০২ জন।

সূত্র: যুগান্তর

কোটচাঁদপুরে নানা আয়োজনে জাতীয় শোক দিবস পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে যথাযোগ্য মর্যাদা এবং ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (৪৮) তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (১৫ই আগষ্ট) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধ নমিত রাখার মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচি শুরু হয়।

দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর প্রকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসনসহ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, মডেল থানা পুলিশ, কোটচাঁদপুর রিপোর্টার্স

ইউনিটি,সরকারি মডেল পাইলোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাইলোট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়,কে এম এইচ ডিগ্রি কলেজে,বলুহর মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্স, রাজনৈতিক, সামাজিক, মুক্তিযোদ্ধা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

পরে একটি শোক রেলী শহরের বিভিন্ন দিক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুনেচ্ছা মিকি।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর পৌর সভার মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিরুপমা রায়, মডেল থানার থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুর রশিদ, বীর মুক্তি যোদ্ধা সাবেক কমান্ডার তাজুল ইসলাম, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার, কৃষি অফিসার রাজিবুল হাসান, উপজেলা প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক সরকার, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার সামছুল আলম,মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম,তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা, পল্লী সঞ্চয় কর্মকর্তা চম্পা অধিকারী প্রমুখ। আলোচনা সভার সঞ্চালনা করেন উপজেলা কৃষি সম্পসারন অফিসার হুমায়ূন কবির ।

আলোচনা সভা শেষে (আমার চোখে বঙ্গবন্ধু) এক মিনিটের ভিডিও প্রদর্শনীতে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে যুব ঋণের ৫৭০০০০টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

এসময় উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, স্থানীয় প্রিন্ট পত্রিকার সাংবাদিক বৃন্দ ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বার্ষিকী ও ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দার এর নেতৃত্ব জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকের কর্মসূচির মধ্যে সুর্যোদয়ের পরে সকাল সাড়ে ছয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের অফিসে জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, কালো পতাকা উত্তোলন, জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও শেখ মনির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি, মাইক যোগে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার ও কোরআন খতম, কালো ব্যাজ ধারণ, এতিমদের খাবার বিতরণ সহ চুয়াডাঙ্গা সদর আলমডাঙ্গা সহ বিভিন্ন ইউনিয়ন দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দার এর নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিট উপজেলা যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিট ও ইউনিয়ন যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ রান্না করা খাবার বিতরণ করেন।

এ সময় জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সকল সদস্যের রুহের মাগফেরাত কামনায় মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়ন পরিষদের ০৫ নং ওয়ার্ড যুবলীগের আয়োজনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে ০৫ নং ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দার।

জেলা আওয়ামী যুবলীগের নানা কর্মসূচীতে আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শামসুজ্জোহা মল্লিক হাসু, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু,আজাদ আলী,হাফিজুর রহমান হাপু,আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ,আলমগীর হোসেন খোকা,চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আল ইমরান শুভ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ নেতা মাসুদুর রহমান,দরূদ হাসান,হাসানুল ইসলাম পলেন,জুয়েল জোঃ,রামিম হাসান সৈকত,শেখ রাসেল,খালিদ মন্ডল, রুবেল, আমান,ফাহাদ সহ জেলা উপজেলা ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।